রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২০, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ পৌষ, ১৪২৮/০২ জানুয়ারি, ২০২২

নং **১২.০০.০০০০.০৯৮.১৭.০০১.১৮.০২**—০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৪তম সভায় ইক্ষুর বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির গাইডলাইনটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য গাইডলাইনটি জারি করা হলো।

ইক্ষুর বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতির গাইডলাইন

মাঠ পরিদর্শনের সময় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (ডিএসসিও)/বীজ পরিদর্শক নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন

১. প্রত্যয়নের জন্য আবেদন:

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ডিএসসিও'র অনুকূলে বীজ আইন ও বীজ বিধি অনুসারে নির্ধারিত ফর্মে ও সময়ে 'ফি' প্রদান করে এবং জমির নকশাসহ জাতীয় বীজ বোর্ডের নিবন্ধিত বীজ ডিলার/গবেষক সংস্থা/উৎপাদকগণকে বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদন করতে হবে।

২. আবেদনকারী বীজ ডিলার/গবেষক সংস্থা/বীজ উৎপাদকের আবেদন যাচাই ও অবহিতরণ:

ডিএসসিও/বীজ পরিদর্শক আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করে গ্রহণ বা বাতিল করবেন। বীজ ডিলার/গবেষক সংস্থা/উৎপাদকগণকে মাঠ পরিদর্শনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে ডিএসসিও/বীজ প্রত্যয়ন অফিসার (এসসিও)/বীজ পরিদর্শক আবেদনকারীকে অবহিত করবেন। মাঠ পরিদর্শনের সময় স্কীমের/জমির নকশা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করবেন।

মূল্য : টাকা ৮.০০

স্মারণী-ক : প্রত্যয়ন কার্যক্রমের সময়সূচি:

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনের বিষয়	সময়কাল
১	বীজ প্রত্যয়নের আবেদনপত্র এবং বপন/রোপণ পূর্ব তথ্য দাখিলের শেষ সময় (বীজ বিধি অনুসারে নির্ধারিত ফর্মে)	৩১ ডিসেম্বর
২	বপন/রোপণ সমাপ্তির পর তথ্য দাখিলের শেষ সময় (বীজ বিধি অনুসারে নির্ধারিত ফর্মে)	২৮ ফেব্রুয়ারি বা রোপনের ৭ দিনের মধ্যে
৩	বপন/রোপণের ৭ মাস পর তথ্য জমার শেষ সময় (বীজ বিধি অনুসারে নির্ধারিত ফর্মে)	৩০ সেপ্টেম্বর
৪	জমিতে রক্ষিত বীজ/লট অফার বা প্রস্তাব করার সময়সীমা	১৫ নভেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি

৩. সঠিক মাঠ চিহ্নিতকরণ:

আবেদনপত্রে মাঠের যে অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে পরিদর্শক তা যাচাই করে নিশ্চিত হবেন। আবেদনের তথ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হলে বীজ বিধিমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪. বপন/রোপণকৃত বীজের সঠিকতা যাচাই:

বীজ পরিদর্শক ইক্ষু বীজ ফসলের মাঠে বপনকৃত বীজের উৎস যাচাই করবেন। বপনকৃত বীজের যথার্থতার স্বপক্ষে প্রত্যয়ন ট্যাগ বা অন্য কোনো প্রমাণ না পেলে বীজ পরিদর্শক বীজ বিধিমতে ব্যবস্থা নিবেন।

৫. ফসলের জাত সনাক্তকরণ:

বীজ পরিদর্শক জমি ও বীজের উৎস যাচাইয়ের পর নির্দিষ্ট জাত এবং জাতের বিশুদ্ধতা সনাক্ত করবেন।

৬. বীজ ফসলের প্রকৃত পরিমাণ যাচাই:

বীজ পরিদর্শক জমির নকশার সাহায্যে বা অন্য ভাবে স্কীমে জমির পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন। উৎস বীজের পরিমাণ অনুযায়ী জমির পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

৭. বীজের মাঠ মান (Field Standard) যাচাই:

বীজ পরিদর্শক ইক্ষুর বীজ প্রত্যয়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদিত বীজের মাঠ মান বজায় রাখার জন্য মাঠে রোপণ পূর্ব, মাঠে অবস্থানকালে এবং কর্তন পরবর্তী সংরক্ষণের সময় বর্ণিত মাঠমান বিবেচনায় নিবেন এবং আবেদনকারী বীজ পরিদর্শকের সকল নির্দেশনা বা পরামর্শ মেনে কাজ করেছেন তা নিশ্চিত হয়ে বীজ পরিদর্শক প্রথমে মাঠ প্রত্যয়নপত্র জারি করবেন। মাঠ প্রত্যয়ন প্রাপ্তির পর আবেদনকারী জাত/স্কীম/অনুসারে মাঠে বীজ/লট সংরক্ষণ করবেন। পরবর্তী মৌসুমে বিপণন বা রোপণের জন্য নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট ডিএসসিও বরাবর বীজ/লট অফার করবেন।

কর্তনকালীন সময়ে বীজ পরিদর্শকগণ বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন ও পরে সার্টিফিকেশন ট্যাগ মঞ্জুর করবেন। এছাড়া বিক্রয়/বাজারজাতকালীন সময়ে তথ্য উপাত্ত যাচাই করবেন এবং কোনোরূপ অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে বীজ আইন এবং বীজ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বীজের মাঠ মানের (Field Standard) বিবেচ্য বিষয়

ইক্ষু একটি নোটিফাইড ফসল। তাই এর রোগমুক্ত বীজ ইক্ষু উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত কৃষিতাত্ত্বিক এবং রোগতাত্ত্বিক মান অনুসরণ করা।

কৃষিতাত্ত্বিক মানদণ্ডঃ

জমির অবস্থাঃ যে জমিতে অতীতে অতিরিক্ত লালপচা, উইল্ট, রুটস্টক বোরার, সাদা গ্রাব এবং স্ট্রাইগার আক্রমণ ছিল এমন জমিকে বীজ ইক্ষু চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়। উপরোক্ত ধরনের জমিকে কমপক্ষে দুই বছর পতিত বা অন্য ফসল চাষের পর বীজ ইক্ষু চাষের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

স্বাতন্ত্রীকরণ দূরত্ব (Isolation distance): বীজ ইক্ষুর জমিতে ২ মিটার দূরত্বে দুই সারি ইক্ষু (একই বীজ দ্বারা) বা ধৈঞ্চা বা অড়হড় গার্ড সারি হিসেবে রোপণ করতে হবে। গার্ড সারি থেকে প্রাপ্ত ইক্ষু বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

দূরত্ব (Speaching):

১. সকল শ্রেণির বীজ ইক্ষুর ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেঃ মিঃ এর কম হবে না।

২. এসটিপি পদ্ধতিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০ সেঃ মিঃ এর কম হবে না।

৩. প্রজনন এবং ভিত্তি বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সনাতনী দেড়া সেট (Half over lapping setts) পদ্ধতিতে এবং প্রত্যয়িত বীজের ক্ষেত্রে মাথা থেকে মাথা (end to end) পদ্ধতিতে বীজ রোপণ করতে হবে।

জাতের বিশুদ্ধতাঃ বীজ অবশ্যই ১০০% বিশুদ্ধ হতে হবে।

বীজ ইক্ষুর বয়সঃ সাধারণত ৮-১০ মাস বয়সের ইক্ষুকে বীজ ইক্ষুর জন্য নির্বাচন করা ভাল। প্রজনন এবং ভিত্তি বীজের ক্ষেত্রে ইক্ষুর বয়স অবশ্যই ৮-১০ মাস হবে। তবে অন্যান্য শ্রেণির ক্ষেত্রে বয়স (১০-১২ মাস) বেশি হলে নিচের ১/৩ অংশ বাদ দিতে হবে।

বীজের শ্রেণি এবং উৎসঃ

(ক) **বীজের শ্রেণিঃ**

১। প্রজনন বীজ

২। ভিত্তি বীজ

৩। প্রত্যয়িত বীজ

(খ) বীজের উৎস:

১। প্রজনন বীজের উৎস হবে নিউক্লিয়াস বীজ। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মেইনটেন্যান্স ব্রিডিং সুবিধা থাকতে হবে।

২। প্রজনন বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করতে হবে।

৩। প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎস বীজ হিসেবে অবশ্যই ভিত্তি বীজকে ব্যবহার করতে হবে।

তাপ দ্বারা শোধন (Heat Treatment): প্রজনন এবং ভিত্তি বীজ ইক্ষু উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিচের যেকোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ শোধন করতে হবে:

১. ৫৪ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় ৪ ঘন্টা যাবত আদ্র ও গরম বাতাসে (আদ্রতা শতকরা ৯০ ভাগের বেশি) শোধন।

২. ৫০ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় ৩ ঘন্টা গরম পানিতে শোধন।

আন্তঃ ফসলের চাষ: প্রজনন এবং ভিত্তি বীজের ক্ষেত্রে আন্তঃ ফসল অনুমোদনযোগ্য নয়।

পরিদর্শন পদ্ধতি

১ম পরিদর্শন (I): রোপণের ৩-৪ মাস (৯০-১২০ দিন) পর ১০০% প্লট এবং গাছ পরিদর্শন করতে হবে। এ সময় প্লটের স্বাতন্ত্রিকরণ (Isolation), স্বাতন্ত্রিকতা বজায় রাখার জন্য গার্ডলাইনের ব্যবস্থা, মানদণ্ডে উল্লিখিত রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় সেগুলোকে রোগিং করে তুলে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে এবং তথ্য উপাত্তগুলো রেকর্ড করতে হবে এবং পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি রোগের প্রকোপ গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা অতিক্রম করে তবে প্লট বাতিল করতে হবে।

২য় পরিদর্শন (II): রোপণের ৫-৮ মাস (১৫০-২৪০ দিন) পর ১০০% প্লট এবং গাছ পরিদর্শন করতে হবে। প্লটে অন্য জাতের মিশ্রণ, মানদণ্ডে উল্লিখিত রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সেগুলিকে রোগিং করে তুলে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে এবং তথ্য উপাত্তগুলো রেকর্ড করতে হবে। এ সময় বিভিন্ন বোরার, স্কেল ইনসেক্ট এর পাশাপাশি অন্যান্য পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে এগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বালাই আক্রমণের হার অবশ্যই অর্থনৈতিক ক্ষতির মাত্রার নিচে থাকতে হবে। যদি রোগের প্রকোপ গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা অতিক্রম করে তবে প্লট বাতিল করতে হবে।

৩য় পরিদর্শন (III): বীজ ইক্ষু কর্তনের ১৫ দিন পূর্বে ১০০% প্লট এবং গাছ পরিদর্শন করতে হবে। এ সময় বিশেষ করে বীজ আখের বয়স, অন্য জাতের মিশ্রণ, মানদণ্ডে উল্লিখিত রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তথ্য উপাত্তগুলো রেকর্ড করতে হবে। পর্যবেক্ষণকালে উল্লিখিত বিষয়গুলো যদি গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা

অতিক্রম করে তবে প্লট বাতিল করতে হবে। চূড়ান্ত পরিদর্শনের সময় বীজ পরিদর্শক আবেদনকৃত মাঠের সম্ভাব্য হেক্টর প্রতি বীজের ফলন ঘোষণা করবেন। বীজের বিশুদ্ধতার হার এবং গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে ফলন নির্ধারণ করবেন। প্রকৃত ফলন নিরূপিত ফলন অপেক্ষা ৫% কম বা বেশি হতে পারে।

উল্লিখিত তিনবার মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যয়িত বীজের মাঠমান সারণী-'খ' মোতাবেক যাচাই করতে হবে।

সারণী-খ : ইক্ষুর বীজে রোগের প্রকোপের মাঠমান ও সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা

নিয়ামক (Factor)		মানদণ্ড			মাঠ পরিদর্শন পর্যায়
		প্রজনন	ভিত্তি	প্রত্যয়িত	
১।	স্বাতন্ত্রীকরণ দূরত্ব (মিটার) গার্ড সারি সংখ্যা	২	২	২	
২।	অফ-টাইপ (Off-type): (সর্বোচ্চ % সংখ্যায়)	০.০০	০.০০	০.০০	I,II,III
৩।	আপত্তিকর আগাছা (সর্বোচ্চ % সংখ্যায়) স্ট্রাইগা (Striga densiflora)	০.০০	০.০০	০.০০	I,II,III
৪।	রোগসমূহ (বীজবাহিত জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত: সর্বোচ্চ আক্রান্ত %)				
	(ক) লালপচা (Red rod) (*Colletotricum falcatum*) (Stool basis)	০.০০	০.০০	০.০০	I, II, III
	(খ) গ্রাসি সুট (Grassy shoot)	০.০০	০.১০	০.৫০	I, II
	(গ) উইল্ট (Wilt) (*Cephalosporium sacchari*) (Stool basis)	০.০০	০.১০	০.৫০	III
	(ঘ) স্মাট (Smut) (*Ustilogo scitaminea*) (Stool basis)	০.০০	০.১০	০.৩০	I, II, III
	(ঙ) আরএসডি (RSD) (*Coryneform bacteria*) (Stool basis)	০.০০	০.১০	০.৫০	I, II, III
	(চ) সাদা পাতা (White leaf MLO) (Stool basis)	০.০০	০.১০	০.৫০	I, II, III
৫।	পোকাসমূহ (সর্বোচ্চ % আক্রান্ত গাছ সংখ্যা)				
	(ক) ডগার/কাণ্ডের/গোড়ার মাজরা পোকা (যে কোনোটি)	১০	১০	১০	I, II, III
	(খ) স্কেল ইনসেক্ট/মিলিবাগ (যে কোনোটি)	৫	৫	৫	III

পোকা: বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শনের সময় ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ অনুপাতে অনুমোদিত পদ্ধতিতে ও মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহারসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে করে বর্ণিত পোকার আক্রমণ বীজ প্রত্যয়নের পূর্বেই অর্থনৈতিক ক্ষতিকর মাত্রার নীচে থাকে।

ইক্ষু বীজের গুণগতমান নিম্নলিখিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে

- জাতের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ (ফিজিক্যাল পিউরিটি ৯৮% হওয়া প্রয়োজন)
- বীজ বাহিত রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষা (প্রয়োজনে)
- মাঠে ইক্ষুর চোখ গজিয়ে গিয়েছে কিনা এবং কোনো যান্ত্রিক ক্ষতি হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ
- অঙ্গজ বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষণ (বাডের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে ৫০% হতে হবে)

জাতের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে বীজ ইক্ষুর মাঠ পর্যবেক্ষণ: বীজ ইক্ষুর মাঠ ১০০% বিশুদ্ধ হতে হবে এবং কোনো মিশ্রণ পরিলক্ষিত হলে রোগিং করে মিশ্রণ শূন্য করতে হবে।

বীজ বাহিত রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাঠ/লট পর্যবেক্ষণ এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষা (প্রয়োজনে): ইক্ষুর বীজে 'টেবিল-খ'তে বর্ণিত রোগগুলি আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি রোগের প্রকোপ গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা অতিক্রম করে তবে প্লট বাতিল করতে হবে।

প্রজনন এবং ভিত্তি বীজ উৎপদনের ক্ষেত্রে বীজ ইক্ষু লালপচা, উইল্ট এবং স্মাট রোগ মুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৫% সেটের গিটে সংক্রমণ এবং কাটা প্রান্তে কোনো সম্ভাব্য রোগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। নমুনা বীজের কিছু সংখ্যক সেট লম্বালম্বি কেটে ভিতরে পরীক্ষা করতে হবে। আক্রান্ত বীজখণ্ডগুলোকে বাইরে এনে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি কোনো উইল্ট বা লালপচা পাওয়া যায়, তবে সমস্ত বীজ প্লটটিই বাতিল করতে হবে। একইভাবে রোপণের জন্য বাচাইকৃত ইক্ষুর সেটে কোনো দৃশ্যমান স্কেল ইনসেক্ট ও মাজরা পোকার আক্রমণ থাকবে না।

৮. বীজ ইক্ষুর লট:

- বীজ/লটে সর্বোচ্চ বীজের পরিমাণ হবে: ৫টন
- বীজ/লটে বীজ ইক্ষু আটি করে বেঁধে রাখতে হবে। প্রতিটি আটিতে ৩০টি ইক্ষু থাকবে এবং আটির ওজন হবে সর্বোচ্চ ৪০ কেজি
- ডিএসসিওগণ প্রতি ৪০ কেজি বা প্রতি আটি বীজের জন্য ১টি সার্টিফিকেশন ট্যাগ ইস্যু করবেন।

৯. উপরোক্ত পদ্ধতি/নিয়মাবলি ছাড়াও মাঠ গণনা, চূড়ান্তভাবে বীজ ইক্ষু কর্তনের পরে যাচাইকরণ, বীজ/লট স্থানান্তরের নিয়ম, ট্যাগ সরবরাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি বীজ আইন ও বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, এনডিসি
মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd